আজকের কাগজ

16 SEP 1993

শিক্ষকদের উপর হামলা জাতির জন্যে দুর্ভাগ্যজনক

কাগজ প্রতিবেদক : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ সাংসদ সাজেদা চৌধুরী '৯০-এর অভ্যুত্থানকালে ছাত্রসমাজের মধ্যে গড়ে উঠা ঐক্য নষ্ট করার জন্যে সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় ছাত্রদলের নৃশংস সন্ত্রাসী তৎপরতাকে দায়ী করে বলেন- এ সরকারের উর্ধ্বতন ব্যক্তিরা সন্ত্রাসীদের লালন করছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণ সঙ্গী ইলিয়াস আলী জেলে কেন?

তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, সরকারের সৎ সাহস আছে বলেই আমরা আলোচনায় আগ্রহী। তিনি বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিবাদ হচ্ছে না। হচ্ছে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে। শিক্ষকরা রাজনৈতিক উস্কানি দিচ্ছে। তিনি সন্ত্রাসীদের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত করার জন্যই সেখানে গিয়েছিলাম।

আওয়ামী লীগের আবদুর রাজ্জাক বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপর হামলা যেমন দুঃখজনক তেমনি দুঃখজনক সরকারি দল বিষয়টি স্বীকার করছে না। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এনএসএফ'র- সন্ত্রাসীদের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, সন্ত্রাসীদের লালন-পালনের দায়িত্ব বিএনপি সরকারকেও বহন করতে হবে।

ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ছাত্রদল কর্তৃক ছাত্র রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গঠিত ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।

সরকারি দলের মন্ত্রীরা ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দায়িত্ব নিচ্ছেন। ছাত্রদল শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করছে কিন্তু সংসদে সরকারি সাংসদরা তা সমর্থন করে বক্তব্য রাখছেন, এটা দুঃখজনক।

গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি তথ্যমন্ত্রী বিএনপি'র মহাসচিব হওয়ার জন্য ঘটে থাকে তাহলে বলার কিছু নেই। তিনি বলেন, জাহাঙ্গীরনগর নয় গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সর্বসম্মতভাবে সন্ত্রাস দমনে উদ্যোগ নেই। সংসদকে কাজে লাগাই।

আওয়ামী লীগের মোঃ নাসিম বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার জন্যে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এটা একটা দুঃখজনক নজির।

পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের শত্রু সন্ত্রাস নির্মূলের উদ্যোগের আহ্বান জানান। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীদের শিগগির গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করে বলেন, আজকের ইতিবাচক আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল সহায়ক হবে।

বিএনপি'র সাংসদ আমানউল্লা আমান বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনা দুঃখজনক। তবে দু'একজন শিক্ষকদের উস্কানির মুখে পরিস্থিতির সূত্রপাত। তিনি বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে।

জামাতের মতিউর রহমান নিযামী বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও লজ্জাষ্কর হিসেবে অভিহিত করে বলেন, সন্ত্রাসীরা ছাত্রদলের কর্মি হওয়ায় সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা সারাদেশে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের খন্ড চিত্র মাত্র।

আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য খ. ম. জাহাঙ্গীর বলেন, জাহাঙ্গীরনগর সন্ত্রাসী সমস্যার সূচনা বিএনপি ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই। সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় ছাত্রদল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। সন্ত্রাসী লিটন, টেন্ডার ছিনতাইকারী হাবিবকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হলে তথ্যমন্ত্রী সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন সেই বহিষ্কারাদেশ তুলে নেয়ার জন্যে।

ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা ওবায়দুল হক বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলা জাতির জন্যে দুর্ভাগ্যজনক।

আওয়ামী লীগের উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুস শহীদ বলেন, ছাত্রদের হাতে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত হওয়া জাতির জন্যে উদ্বেগজনক। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া ও সংসদের সর্বসম্মত নিন্দা প্রস্তাব নেয়ার দাবি জানান।

আওয়ামী লীগের আব্দুর রউফ জাহাঙ্গীরনগরের সন্ত্রাসী ঘটনার পেছনে সরকারি দলের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের মদদের কথা উল্লেখ করে বলেন, সুগন্ধার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ছাত্রদল নেতারা আজ শুধু বিরোধী ছাত্র নেতাদেরই পায়ের রগ কাটছে না, শিক্ষকদের উপরও বর্বর হামলা চালাচ্ছে।

জাতীয় পার্টির এডভোকেট এবায়দুর রহমান চৌধুরী বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা জাতির জন্যে দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, দূর থেকে সরকারি দলের একটি অংশ এতে ইন্ধন দিচ্ছে। তারাই এক সময় স্বীকার করেছিলেন, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগের শেখ সেলিম বলেন, ছাত্রদল নেতারা আজ টেন্ডার বাক্স ছিনতাই করতে যেয়ে ধরা পড়ছে, 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির'র গম আত্মসাৎ করছে, অথচ মন্ত্রীরা সেই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অবিলম্বে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার পদ্ধতি নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত সংসদীয় কমিটি পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানান।

জাসদের শাজাহান সিরাজ বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনা জাতীয় জীবনে দুঃখজনক ঘটনা। তিনি বলেন, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ নেত্রীর উচিত ছিলো প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কিন্তু সরকারি দল সে নৈতিক দায়িত্ব পালন করেনি। এমনকি সন্ত্রাস দমনে সংসদীয় কমিটি বৈঠকে বসছে না। এর রহস্য কোথায়? তিনি বলেন, সরকারি দলসহ বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস থাকতে পারে না।

বিএনপি'র সরদার শাখাওয়াত হোসেন বকুল সারাদেশ থেকে সন্ত্রাসীদের উৎপাটনে বিরোধী দলের সহযোগিতা দাবি করেন। তিনি শিক্ষকদেরও পারস্পরিক কোন্দল বন্ধের আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের জয়নাল আবেদীন হাজারী বলেছেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলায় জাতির সঙ্গে ফেনীর ছাত্রসমাজও বিক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ফেনীস্থ বাসভবনে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ফেনীর ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের শাস্তি দাবি করেন।

আওয়ামী লীগের কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী বলেন, ২৯ জুলাই ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছে এটা সারা জাতির জন্যে লজ্জাজনক।

বিএনপি'র ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৬ জনকে গ্রেফতারের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিষয়টি এখন আদালতের এখতিয়ারে রয়েছে।

আওয়ামী লীগের অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন; মন্ত্রীরা ছাত্রদলের কর্মিদের কাছে জিম্মি। শুধু তাই নয় মন্ত্রীরা ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের গাড়িতে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। অন্যদিকে জাহাঙ্গীনরগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর দোষ চাপিয়ে ছাত্রদলের সন্ত্রাস ঢাকা যাবে না।

ছাত্রদল নিজেরা সন্ত্রাস করছে আবার নিজেরাই তার প্রতিবাদে অনশন করছে আর তথ্যমন্ত্রী যেয়ে সেই অনশন ভাঙাচ্ছেন।